REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

২৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১৭ই বৈশাখ বুধবার ১৩৪৮ ইংরাজী 30th April 1941 | ৪৭শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৲১০ দুই পয়সা বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।

সত্বর দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—

শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৫ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২॥০, ছোট ১৶০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, সর্দ্দি, কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

ইহাতে জীবন-বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

—আর্থিক পরিচয়—

(মে হইতে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

নূতন বীমা	...	২ কোটি	১০ লক্ষের উপর		
মোট চলতি বীমা	...	১৭	"	টাকার	"
মোট সংস্থান	...	৩	"	৫৬ লক্ষের	"
বীমা তহবিল	...	৩	"	১০ "	"
দাবী শোধ (১৯০৭-৩৯)		১	"	৯৭ "	"
প্রিমিয়াম আয়	...	প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা			

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি :—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়া, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

মহা সমর! মহা সমর!!

এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন। এবং দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন। ভারতে উৎপন্ন তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭ নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন। ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন। আমাদের প্রস্তুত বিড়ি, বিশুদ্ধতার গ্যারাণ্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়। পাইকারী দরের জন্য লিখুন।

একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং

হেড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—১৬০ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা, সরায়গঞ্জ, মজঃফরপুর বি-এন-ডবলিউ-আর।

ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস, গোণ্ডিয়া (সি, পি) বি-এন-আর।

আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খুচরাও পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।

দরের জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১৭ই বৈশাখ বুধবার সন ১৩৪৮ সাল

প্রজার কষ্ট

বাঙ্গালার বহু স্থানেই আগুনের সহিত বাতাসের মত অন্নকষ্টের সহিত মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ক্রমাগতই সংবাদ আসিতেছে,—লোকের কষ্টের অবধি নাই। বীরভূমে রিলিফ কার্য্যের জন্য গবরমেণ্ট পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ মঞ্জুর করিয়াছেন, বে-সরকারী সাহায্য সমিতিগুলিও কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহাও সমুদ্রে জলগণ্ডুষের মতই অকিঞ্চিৎকর। দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রজাগণ কষ্ট ভোগ করিতেছে; অন্নাভাবে ও বস্ত্রাভাবে যাহারা বিব্রত মহামারীর প্রকোপে যাহারা জীর্ণ শীর্ণ, তাহাদের বিপদের আর সীমা আছে কি? ভদ্রলোক শ্রেণীর নরনারী রিলিফ হইতে কোন সাহায্যই পাইতেছে না। প্রাণ যায় তবু মান যায় না, ভিক্ষার জন্য বাহিরে হাত বাড়াইয়া দেওয়া অপেক্ষা ঘরের ভিতরে অনশনের কষ্টভোগ করাও তাহারা শ্রেয় মনে করে। বে-সরকারী সাহায্য সমিতি সমূহের এই শ্রেণীর অধিবাসীদের ঘরে ঘরে গিয়া সংবাদ লওয়া উচিত। এই দারুণ গ্রীষ্মে অনেক স্থানেই পানীয় জলেরও অভাব হইয়াছে। প্রজার প্রাণ রক্ষা করিতে হইলে গবরমেণ্টের মুক্তহস্ত হওয়া উচিত। মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানায় এবং দিনাজপুর জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই অন্নকষ্টের হাহাকার উঠিয়াছে। রংপুরের অবস্থাও তথৈবচ। জলকষ্টও চরম; তাহার উপর রোগের উপদ্রব আছে। প্রজার কষ্টের অবধি নাই।

চোর চাকরের উপদ্রব

গত তিন মাসের মধ্যে কলিকাতায় বাড়ীর চাকর চুরি করিয়াছে এমন ১৪৩টি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে, চাকর নূতন এবং সে যে বাড়ীর ঠিকানা দেয় তাহা মিথ্যা। সম্প্রতি একটি চাকরের খবর পাওয়া গিয়াছে; তাহার দক্ষিণ চক্ষুটি ট্যারা। আরও দুই জায়গায় এই একই চেহারার লোকটির উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ একই লোক বিভিন্ন নামে এই সব গৃহে কাজ করিয়াছে। আরও চার জায়গায় একটি উড়িয়া চাকরের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার দুই ভ্রূর মাঝখানে উল্কি দাগ। এই সব অপরাধীদের ব্যবসায় পুলিশ বন্ধ করিতে চান। সেজন্য ইহাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে জনসাধারণ যেন উহাদের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা জবাবী পোষ্ট কার্ডে পুলীশের নিকট প্রেরণ করেন অথবা নিকটবর্ত্তী থানায় খবর দেন।

বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ

পশ্চিমের কোন রেল ষ্টেশন হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করায় খাঁ ফেলানা কাহার নামে একজন পশ্চিমাকে হাওড়ায় গবরমেণ্ট রেলওয়ে পুলীশের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে। হাওড়ার রেলওয়ে ম্যাজিষ্টরের নিকট তাহাকে উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে তাহার বুকের উপর গুলির একটি ক্ষতচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষতটি আরোগ্যের পথে চলিয়াছে। একটি বিবৃতিতে সে বলে যে, কিছুদিন পূর্ব্বে সে একদল শিকারীর সহিত গয়া জেলার কোন জঙ্গলে গিয়াছিল এবং সেই জঙ্গলে গুলির আঘাতে সে আহত হয় আরও বলে যে, জঙ্গলে শিকার করিবার সময় হঠাৎ একটি গুলি তাহার দেহে বিদ্ধ হয়। অতঃপর তাহাকে ডাল্টনগঞ্জে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে তাহার দেহ হইতে গুলি বাহির করিয়া ফেলা হয়। ইহার পর চাকুরীর সন্ধানে সে কলিকাতা আসিতেছিল এবং টাকাকড়ি না থাকায় সে টিকিট কিনিতে পারে নাই। পুলীশ এই ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

মোটর-শিল্পের সুবিধা

ভারতে যে মোটর-শিল্প প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সুবিধা রহিয়াছে,—ইহা বিদেশী মোটর-কোম্পানীও স্বীকার করিয়াছেন। শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ মোটর কারখানার যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা আমেরিকার ফোর্ড মোটর কোম্পানী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। একখানি মোটর গাড়ীর ওজন সাধারণতঃ ৩০।৩৫ মণ। একখানি মোটর গাড়ী তৈয়ারী করিতে ৩০ মণ আন্দাজ লোহা ও ইস্পাতের প্রয়োজন হয়। ভারতে লোহার অভাব নাই; পরন্তু ভারতেই এখন উৎকৃষ্ট রকমের ইস্পাত তৈয়ারি হইতেছে। তাহা ছাড়া, শ্রমিক ও শিল্পিরও অভাব ভারতে নাই। উচ্চ শ্রেণীর সুদক্ষ শিল্পি এবং করিতকর্ম্মা অসংখ্য শ্রমিক এদেশে কাজের মত কাজ পাইলে তাহারা তাহাদের গুণের পরিচয় দিতে পারে। মূলধনের যে অভাব হইবে না, তাহা শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তাহার উপর ভরসা করিয়াই এত বড় কাজে হাত দিয়েছেন। প্রথমে কোম্পানীর মূলধন দেড় কোটি টাকা ছিল; সম্প্রতি তাহা বাড়াইয়া সওয়া দুই কোটি করা হইয়াছে। কিছুরই যখন অভাব নাই, তখন ভারতে কোম্পানী গঠন করিয়া মোটর গাড়ীর কারখানা খুলিলে, তাহা চলিবে না কেন,—ইহার কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বৈদেশিক প্রতিযোগিতার কথা? তাহা চিরকাল থাকিবে এবং সকল দেশেই তাহার আশঙ্কা সমান। প্রতিযোগিতার দায়িত্ব মাথায় না লইয়া কোন দেশেই কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে না। ভারতে যখন টাটা কোম্পানীর লোহার ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও স্বার্থসংশ্রবযুক্ত বিদেশী কোম্পানীর দালালেরা এইরূপ ভয় দেখাইতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু টাটা কোম্পানীর সাফল্য এখন এই সব স্বার্থপর প্রচারকের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। টাটার মালিকেরা সাহসে ভর করিয়া অনেক বাধা বিঘ্ন ঠেলিতে ঠেলিতে বৎসরের পর বৎসর ক্রমেই উন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতর ধাপে উঠিতে সমর্থ হইয়াছেন। শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ টাটার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার উদ্যমও সাফল্যমণ্ডিত হইবে। প্রতি বৎসর ভারতে বহু লক্ষ টাকার বিদেশী মোটর গাড়ী বিক্রয় হয়। এই টাকা বিদেশে না গিয়া এদেশে থাকিলে, সমগ্র দেশবাসী যে উপকৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ আছে কি?

হাট-বাজার নিয়ন্ত্রণ

অনুসন্ধানের জন্য সরকারের পরিকল্পনা

হাটে তোলা গ্রহণের প্রশ্ন সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সেই বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহের দিকে সরকারের দৃষ্টি গত কিছুদিন যাবত আকৃষ্ট হইয়াছে। বাজার, মেলা ও হাট সম্পর্কে প্রাথমিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, বাঙলা দেশে আনুমানিক ৬,০০০ হাট আছে, উহাদের কোনটা সপ্তাহে একদিন এবং কোনটা বা সপ্তাহে দুই দিন বসে। এই সকল হাটের মালিক স্থানীয় জমিদারগণ; তাঁহারা হয় নিজেদের বেতনভোগী কর্ম্মচারী দ্বারা হাট চালান, অথবা বাৎসরিক খাজানায় ইজারাদারদিগের নিকট লীজ দেন। হাটের মালিক অথবা ইজারাদারগণ এক দিনের জন্য অস্থায়ীভাবে চালা ঘর ব্যবহার করার নিমিত্ত কৃষক এবং অন্যান্য সকলের নিকট হইতে তোলা আদায় করেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থার তারতম্য হেতু এই তোলার হারে কোনরূপ সমতা নাই। যাহারা উক্ত অস্থায়ী চালাঘর ব্যবহার করে, হাটের মালিক কিম্বা ইজারাদারগণ তাহাদের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করেন না। উপযুক্ত সুখ সুবিধা প্রদান করা হইতেছে এবং তোলা ঠিক মত গ্রহণ করা হইতেছে তাহা দেখিবার জন্য তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকে। এই সম্পর্কে উন্নতি বিধানার্থ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, উক্ত বিষয়ক কতক গুলি প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্ত ১৯৪১-৪২ সালে ছয় মাস কাল অনুসন্ধান করা হইবে।

"ইংল্যাণ্ড কেন যুদ্ধ করছে?"

সমস্ত পৃথিবী আজ একটা সঙ্কটময় অবস্থার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সভ্যতার ইতিহাসে এমত অবস্থার তুলনা নেই।

লোলুপ জার্মানি আজ সমস্ত সভ্যজগতকে গ্রাস করতে উদ্যত। হিট্‌লারের লোভ সকল সীমা ছাড়িয়েছে। তার ক্ষুধা বিশ্বগ্রাসী। তাই সে আজ পৃথিবীর বুকে ধ্বংসের আগুন জালিয়ে দিয়েছে। সমগ্র ইউরোপ জুড়ে জ্বলছে এই আগুন—নিশ্চিন্ত নিরপরাধ মানুষের ঘর-বাড়ী গৃহ-সংসার পুড়ে ছাই হচ্ছে। সেই ছাই উড়ছে সমস্ত আকাশে বাতাসে; মানুষের নিশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে এল।

ইংল্যাণ্ড এ যুদ্ধে নেমেছে কেন? সে যুদ্ধে নেমেছে পৃথিবীকে এই অভিসম্পাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে। যারা আজ পৃথিবীতে বর্ত্তমান, আর যারা আজও জন্মগ্রহণ করেনি—তাদের সবাইকে চির দাসত্বের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। নাৎসি সাম্রাজ্য-লোলুপতার হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচতেই হবে, আর ইংল্যাণ্ড যুদ্ধ করছে আত্মরক্ষার জন্যে। পৃথিবীর সমাজে আরও যে একটি স্থান আছে সেই স্থানটী রক্ষা করবার জন্যে। যে সভ্যতা সে গ'ড়ে তুলেছে সেই সভ্যতা সে বাঁচাতে চায়, সে নিজে তার বাঁচার অধিকারে বাঁচতে চায়। ক্ষমতামদমত্ত হিট্‌লার অপরের স্বাধীনতা মানতে চায় না, তার মতে আর কারও শান্তি ও স্বাধীনতার অধিকার নেই, কারও জীবনের মূল্য নেই, কারও নীতির কোনো মূল্য নেই, ধর্ম্মের কোনো মূল্য নেই। সে সবার স্বাধীনতা সকল দিক দিয়ে হরণ ক'রে নিতে চায়। ধর্ম্মকে সে মানে না। জর্মানি চির নির্ব্বাসিত। হিট্‌লারের একমাত্র নীতি গুপ্ত পুলিসের নীতি—এই দুষ্ট নীতিই তার 'নূতন নীতি', এবং এই নীতির বিরুদ্ধেই ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ।

আসুন আমরা একবার ইউরোপের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করি। ইউরোপের কি দুর্দ্দশা হয়েছে একটু ভাববার চেষ্টা করি। সম্পদশালী সুখী ইউরোপের কি

সর্বনাশ হিট্‌লার করছে সেটা একটু দেখবার চেষ্টা করি। সে ইউরোপকে বানিয়েছে একটি ফুটন্ত লৌহকটাহ। নীচে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে—ভিতরে ফুটছে জাতিগত ঘৃণা, বিদ্বেষ ভয়, ভীরুতা, আর দুর্ভিক্ষ। অষ্ট্রীয়া, চেকোশ্লোভিয়া, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, নরওয়ে, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড এবং ডেনমার্কের সকল সংহতি আর ঐক্য নষ্ট ক'রে দেশগুলোকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ভেঙে দিয়েছে। হিট্‌লারের শেষ আক্রমণ হয়েছে রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস ইউগো-শ্লাভিয়ার উপর। কিন্তু এইখানেই তো এর শেষ নয়! ইউরোপের ছোট ছোট দেশের স্বাধীনতা হরণ করবে এটা হিট্‌লারের আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল। তাই তার কাজ যখন আরম্ভ হ'ল তখন শক্তি প্রয়োগ কিংবা অন্য যে কোন অসাধু উপায়ের সাহায্য নিতে তার কোনো সঙ্কোচই হ'ল না। সে অষ্ট্রীয়ার চান্সেলর শুস্‌নিগকে তার কুখ্যাত বেরশ্‌টেসগাডেনের বাড়ীতে এনে জোর ক'রে অষ্ট্রীয়ার স্বাধীনতা, ভিয়েনায় অবস্থিত হিট্‌লারের বশীভূত অনুচরদের হাতে সমর্পণ করাতে বাধ্য করলে। মিউনিকের সর্তে হিট্‌লার নিজেও স্বাক্ষর করেছিল, কিন্তু সেই সর্ত অগ্রাহ্য ক'রে চেকোশ্লোভাকিয়ার বুকের উপর গিয়ে চেপে বস্‌তে তার এতটুকুও সঙ্কোচ হ'ল না। এই একই নির্লজ্জ কৌশলে সে জার্মান পোলিশ সর্তটিও টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে কোন রকম ঘোষণা না ক'রেই পোল্যাণ্ড আক্রমণ ক'রে তার বড় বড় শহরগুলো বোমা দিয়ে ভেঙে চূর্ণ করলে, তাদের শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলোকে নষ্ট করলে, তাদের লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র অসামরিক জনসাধারণের উপর বোমা বর্ষণ ক'রে তাদের হত্যা করলে হাজার হাজার অসহায় আশ্রয়প্রার্থীকে অনাহারে চরম হীনতা অবস্থায় এনে ফেললে। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক এবং রুমানিয়াতেও ঐ একই ধরণের অত্যাচার চল্‌ল। এদের চরম দুর্দ্দশা বর্ণনার ভাষা নেই। জার্মান গুপ্ত পুলিসের মতো ক্ষমাহীন নির্মম নরপশুর পাল তাদের উপর নির্বিচারে ছেড়ে দেওয়া হ'ল—হাজার হাজার স্ত্রীলোক আর শিশুকে তারা দারুণ শীতে গৃহ ছাড়া করলে, তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলে, তার জন্য কিছুমাত্র ক্ষতিপূরণ দেওয়া হ'ল না। এইভাবে তারা জার্মানির শূন্য ভাণ্ডার এদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে পূর্ণ করতে লাগল। অনাহারে শীর্ণ শিশুদের মুখ থেকে খাবার কেড়ে নিয়ে জার্মান বর্বরদের পেট ভরাতে লাগল। এই নিষ্ঠুরতা এখনও চলছে জার্মান অধিকৃত দেশের উপর।

নাৎসি অত্যাচারের হাত থেকে এইসব দেশকে মুক্তি দেবার জন্যেই ইংল্যাণ্ড যুদ্ধ করছে। ইউরোপের ইতিহাসে মানুষের উপর কোনো মানুষ এর চেয়ে বেশী বর্বরতার অনুষ্ঠান আর কখনও করেনি। মানব আত্মাকে নিষ্পেষিত ক'রে এই যে ভয়াবহ অত্যাচার ইউরোপে চল্‌ছে এই অত্যাচার বন্ধ করবার জন্যেই ইংল্যাণ্ড যুদ্ধ করছে। আন্তর্জাতিক বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা আর বর্বরতা এইটেকেই হিট্‌লার তার রাজনীতির সম্মান দান ক'রেছে। হিট্‌লারের ভয়ের শাসন, তার দম্ভ আর পশুবল, তার আন্তর্জাতিক অরাজকতা—যা কিছু সে তার রাষ্ট্রনীতির নামে চালাচ্ছে তাকে ধ্বংস করবার জন্যেই ইংল্যাণ্ড যুদ্ধ করছে।

গণতন্ত্রের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর যাতে বিশ্বশান্তি পুনর্গঠিত হয় সেই উদ্দেশ্যেই ইংল্যাণ্ড যুদ্ধ করছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে পৃথিবীতে গণতন্ত্রের যে সৌধ গ'ড়ে উঠছে হিট্‌লার তা চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিয়েছে। আজ স্বৈরতন্ত্রের উগ্র মহিমার কাছে নিরাভরণ গণতন্ত্রের স্নিগ্ধ আলো ম্লান ব'লে মনে হচ্ছে কিন্তু সেদিন বেশি দূর নয় যখন এই স্নিগ্ধ আলোর প্রশান্ত ছটায় পৃথিবী উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে। বহু লোকের স্বাধীনতা হিট্‌লার হরণ করছে। কিন্তু সাম্য স্বাধীনতার অগ্রদূত রূপে, ইংল্যাণ্ড মানুষের হৃতস্বাধীনতা উদ্ধারকল্পে পুনরায় অস্ত্রধারণ করেছে ভদ্র জীবন যাপনের মূল নীতি রক্ষা করার জন্যে ইংল্যাণ্ড অস্ত্রধারণ করেছে। কতকগুলো বন্দুকধারী খুনীর হাত থেকে জার্মানিকে উদ্ধার করবার জন্যে ইংল্যাণ্ড যুদ্ধ করছে। হিট্‌লার যে বংশকৌলিণ্যের ধাপ্পায় নিজের সুবিধার জন্যে অন্য জাতিকে অস্পৃশ্য মনে করছে তারই বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের অভিযান। যে নীতিতে জার্মানি থেকে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এবং মনীষিরা বিতাড়িত হ'য়েছে সেই নীতির বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের অভিযান। যে সভ্যতা বহু শতাব্দী ধ'রে গঠিত হয়েছে তাকে রক্ষা করবার জন্যে ইংল্যাণ্ড অস্ত্রধারণ করেছে। স্বাধীনতা রক্ষাই তার উদ্দেশ্য। শুধু নিজের জন্যে নয়—স্বাধীনতা সে সমস্ত জাতির সঙ্গে ভাগ ক'রে ভোগ করবে এই তার উদ্দেশ্য। ইংল্যাণ্ড যুদ্ধ করছে এই উদ্দেশ্যেই। আর যুদ্ধ করছে একটা উন্নততর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে—সমস্ত পৃথিবী যাতে মহা শান্তিতে সেই আদর্শে গঠিত হ'তে পারে, সেই উদ্দেশ্যে। পৃথিবীর সামাজিক বা অর্থনৈতিক উন্নতিই তার এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য। ইংল্যাণ্ড যুদ্ধ করছে শয়তানের শ্বাসরোধকারী অত্যাচারের হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার ক'রে তাকে মুক্তির পথে নিয়ে যাবার জন্যে।

নীলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ১৪ই মে ১৯৪১

১৬৫ থাং ডিঃ বরদাশঙ্কর ঠাকুর দেং সুবোধবালা দাসী দাবি ৪২।/৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাঞ্চনপুর ৩-৫৬ শতকের কাত ৬।৵৫ আঃ ৪০৲

১৬৭ থাং ডিঃ লালগোলা রাজ ওয়ার্ড ষ্টেটের ম্যানেজার বাবু উপেন্দ্রকুমার গুহ নিয়োগী দেং পূর্ণশশী ঘোষাণী দাবি ১২৮৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেখালিপুর ১৮ শতকের কাত ১।১১ আঃ ১০৲ থং ৩৪১

১৬৮ থাং ডিঃ ঐ দেং মহম্মদ আলি বিশ্বাস দাবি ১৭৮৬ মৌজাদি ঐ ২/৪ বিঘার কাত ২।৶০ আঃ ১৫৲ সেটেলমেণ্ট হয় নাই।

১৬৯ থাং ডিঃ ঐ দেং আব্বাস আলি বিশ্বাস দাবি ৪৯৮/০ মৌজাদি ঐ ১০/ বিঘার কাত ১০।/৩ আঃ ৪৫৲ থং ২১০ রায়ত স্থিতিবান

চৌকী জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ১৯শে মে ১৯৪১।

১৭৯ থাং ডিঃ তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দেং কমলিনী দেবী দাবি ৫৭।৵৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে খড়িওর ৩-৩৩ শতকের কাত ১৩।/১০ আঃ ৫০৲ থং ৫৯৯

১০৬ থাং ডিঃ বিমল সিংহ কুঠারী দেং আনবর সেখ দিং দাবি ৩২।/৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে ভূমিহর ৫-৩২ শতকের কাত ১৪।/০ আঃ ২৫৲ থং ৫২

নূতন ঠিকানা

মনিগ্রামের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক
পক্ষাঘাত, বাত, উন্মাদ, কাস, শ্বাস, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ,
ব্লডপ্রেসার, বেরিবেরি—প্রভৃতি পীড়ার
চিকিৎসায় পারদর্শী

কবিরাজ—
শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী বিশ্বাস কবিরত্ন,
এম-বি-সি-এ, (গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)
মনিগ্রাম বাসন্তীতলা
পোঃ মনিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

শিক্ষক মহাশয়গণের নিকট নিবেদন

আমরা ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট কাগজে স্কুলের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার হাজিরা বহি, ভর্ত্তি বহি, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, বেতন আদায়ের রসিদ বহি প্রভৃতি মজুত রাখিয়াছি। দরকার হইলে আমাদের নিকট হইতে লইবেন। খাতাগুলি ভালভাবে বাইণ্ডিং করা।

বাংলা ভাষায় (প্রাইমারী স্কুলের জন্য)

হাজিরা বহি (২০ পাতার)	৶০
" ৪০ "	।০
ভর্ত্তি বহি	।৶০
ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (২০ পাতার)	।/০
রসিদ বহি (১০০ পাতার)	।১০

For M. E. & H. E. SCHOOLS.

Students' Attendance Register with Fee realisation (25 pages)	-/11/-
Teachers' Attedance (25 pages)	-/11/-
First Admission Form (100 sheets)	1/4/-
Transfer Certificate (100 sheets) (Triplicate.)	2/12/-
Receipt Book (for fee collection) (100 pages in each Book)	-/4/-
Letter Heading ½ Foolscap size 100	-/12/-
Do. ¼ Foolscap 100	-/9/-

ফরম সাপ্লাই এজেন্সী
পণ্ডিত প্রেস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ব্যানার্জ্জি হোমিও হল

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুলভ মূল্যে
পাওয়া যায়।
ঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুলের নিকট অনুসন্ধান করুন।

সস্তায় রবার ষ্ট্যাম্প

সকল প্রকার রবার ষ্ট্যাম্প এক সপ্তাহ মধ্যে সরবরাহ করা হয়। সমস্ত ষ্ট্যাম্পই কলিকাতায় প্রস্তত এবং কলিকাতার অন্যান্য কারখানা অপেক্ষা জিনিষ ভাল অথচ দামে সস্তা। রবারের পকেট প্রেস, ডেটিং ষ্ট্যাম্প, সেল্‌-ইঙ্কিং প্যাড ও কালী সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তিস্থান—"পণ্ডিত-প্রেস"
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বিনামূল্যে হাঁপানীর ঔষধ

নিম্ন ঠিকানায় ৺মনোহর দাস বাবাজী সাধু প্রদত্ত হাঁপানীর ঔষধ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এই ঔষধ মাত্র একবার সেবন করিতে হয়। ঠিকানা ও পাঁচ পয়সার ডাকটিকিটযুক্ত খাম পাঠাইলে মফঃস্বলে ডাকযোগে ঔষধ প্রেরিত হয়।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দাস
শ্রীযুক্ত রায় মহেন্দ্রনাথ দাস বাহাদুরের বাড়ী
জগতাই, পোঃ নিমতিতা, (মুর্শিদাবাদ)

ব্রজশশী আয়ুর্বেবদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

(স্থাপিত সন ১৩৩২ সাল)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান চিকিৎসক

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন

প্রধান ঔষধালয় :— রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ।

শাখা ঔষধালয় :— জঙ্গীপুর (বাবুবাজার।

আয়ুর্ব্বেদীয় সকল রকম আসব, অরিষ্ট, মোদক, বটী, তৈল, ঘৃত, চূর্ণ ও ধাতুভস্মাদি সর্ব্বদা প্রচুর মজুত থাকে। মফঃস্বলের চিকিৎসকগণকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

পণ্ডিত প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

উচ্চশ্রেণীর ছাপার জন্য বিখ্যাত

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

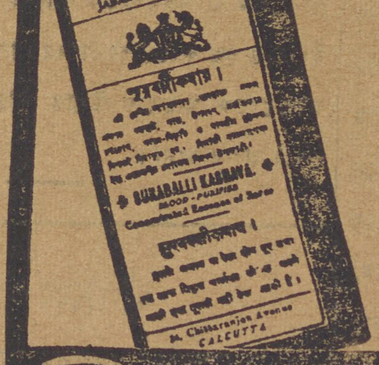

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আযুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জানুন।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুনকা, মুখের ব্রণ পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমুল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয় মুল্য বড় শিশি ১৲, মাশুল সমেত ১।৴০ ।৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে স্যাম্পেল শিশি পাইবেন।

মৃতের জীবন ঃ—ভাইট্যালী—{ বহুবিধ রোগনাশক জীবনীশক্তিবর্দ্ধক টনিক।

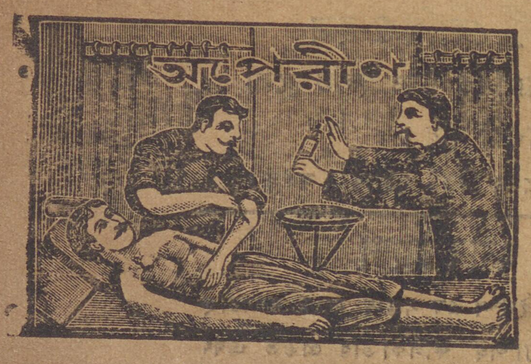

(ডাক্তার আনন্দ ঋষি মরা মানুষ বাঁচাইতে পারিতেন। তিনি বহু গবেষণার পর জগতের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।) মানব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উহা ঠিক রাখিতে পারিলেই মানুষ দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইতে পারেন। ... যাঁহারা মেহ, প্রমেহ, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, স্মরণশক্তির হ্রাস, বাত ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধু। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার (জীবনীশক্তি) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ করে। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাঁহারা একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ১ সপ্তাহের ঔষধ পাইবেন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মূল্য ১৲ মাত্র। ডাক মাশুল সমেত ১।৵০

প্রাপ্তিস্থান ডাঃ বি রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্, ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

সুরবল্লী

যে সব ডাক্তাররা সুরবল্লী ব্যবস্থা করে দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি

পৃথিবীর সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

এম-এ, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-এস-সি (আমেরিকা)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় স্রস ও স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত